ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০৮১
আগরতলা,৫ মার্চ,২০২৪

৪২তম আগরতলা বইমেলা সমাপ্ত

বইমেলা নিয়ে উৎসাহ দিন দিন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে : প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আজ ১৪দিনব্যাপী ৪২তম আগরতলা বইমেলা সমাপ্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মঞ্চে সমাপ্তি অনুষ্ঠান, সম্মাননা জ্ঞাপন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ৪২তম আগরতলা বইমেলা গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক অজিত দেববর্মা, দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী এবং পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বইমেলা নিয়ে উৎসাহ দিন দিন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বইমেলা আয়োজনে লেখক ও প্রকাশকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বই মানুষের পরম বন্ধু হিসেবে কাজ করে। মানুষ এখন ই-বুক, অডিও বুক ইত্যাদির মাধ্যমে অতীত দিনের তুলনায় বেশি পড়াশুনা করছেন। কিন্তু এই পড়াশুনার গভীরতা অনেক কম। এক্ষেত্রে ছাপা বইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন, অতীতকালে আগরতলা শহরের প্রত্যেকটি বাড়িতে একটি করে বইয়ের আলমারি থাকত। কিন্তু সেই চিত্র আজ হারিয়ে গেছে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, এবারের বইমেলায় ১৭১টি বইয়ের স্টল ছিল। গত ১৩ দিনে বইমেলায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার উপর বই বিক্রয় হয়েছে। বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ১,৬৫০ জন শিল্পী ছাড়াও কবি সম্মেলনে ৩৫০ জন কবি অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়াও বইমেলায় প্রতিদিন বই প্রকাশ, ক্যুইজ, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্র, আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট লেখিকা এস গম্ভিনী। বইমেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল সজ্জার জন্য পারুল প্রকাশনী, মৌমিতা প্রকাশনী ও স্রোত প্রকাশনকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সকল আলোকচিত্র শিল্পীদের স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়াও অতিথিগণ ৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তি, আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

*****